সালাসিলে আরবাআ

(চার তরীকা)

(চিশতিয়া, সোহরাওয়ার্দিয়া, নকশবন্দিয়া, কাদেরিয়া)

মূল

মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.

[হযরত আলী মিয়াঁ নদভী এর ভক্ত ও মুরিদীনের
উদ্দেশ্যে জরুরি হিদায়াত ও পরামর্শ]

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম ফারুকী

সাবেক শিক্ষক, মাদরাসা দারুর রাশাদ

(বর্তমান) রিসার্চ ফেলো মালয়েশিয়া ইসলামিক ইউনিভার্সিটি

ব্যবস্থাপনায়

মাওলানা মুহাম্মাদ সালমান

খলীফা, সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.

ও

মুহতামিম, মাদরাসা দারুর রাশাদ

মোবাইল : ০১৭১৬-৫৪৭৮৫৬, ০১৫৫২-৩৫৬৪২১

সালাসিলে আরবাআ (চার তরীকা)

প্রকাশকাল : জুমাদাল উলা ১৪৩৮ হিজরী
মাঘ ১৪২৩ বাংলা
ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ঈসায়ী

অক্ষর বিন্যাস : আর রাশাদ কম্পিউটার্স

প্রচ্ছদ : আনোয়ার

সৌজন্য মূল্য : ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা

Salasile Arbaah (Char Torika) Translated into Bangla by Moulana Sohidul Islam Faruqi Printed by Khankahe Ali Mian Rashad Nogor, Kakabo (North), Birulia, Savar, Dhaka-1216, Price-Tk.-50

তোহফা

'মুসলিম বিশ্বের প্রখ্যাত
দা'ঈ ও মুবাল্লিগ, মশহুর বুযুর্গ,
আমাদের রূহানী উস্তাদ, মুফাক্কির-এ ইসলাম
আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর
রূহের সওয়াব রেছানীর উদ্দেশে, যিনি ১৯৯৯ সালের
৩১ ডিসেম্বর/২২ রমযান শুক্রবার ১১.৫০ মিনিটে পবিত্র কুরআন
শরীফের সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াতরত অবস্থায় পরম প্রভুর
সান্নিধ্যে গমন করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।'

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ খানকাহে আলী মিয়াঁর পক্ষ থেকে আমাদের পীর ও মুর্শিদ হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ রহ. এর নির্দেশনায় সংকলিত সালেকীন ভাইদের জন্য কিছু সংক্ষিপ্ত মামুলাত, দিক নির্দেশনা ও অজিফা সম্বলিত পুস্তিকা প্রকাশিত হল। হযরত রহ. এর মুরিদীন মুহিব্বীনের অনুরোধে হযরতের নির্দেশে মাওলানা মাহমূদ হাসান হাসানী নদভী এ পুস্তিকা সংকলন করেন এবং হযরতের স্নেহ ভাজন মাওলানা আব্দুল্লাহ হাসানী রহ. এটির দিক নির্দেশনা দেন।

আমাদের বর্তমান পীর ও মুর্শিদ হযরত মাওলানা সাইয়েদ রাবে হাসানী নদভীর প্রিয় শাগরিদ মাওলানা ড. শহীদুল ইসলাম ফারুকী (সাবেক শিক্ষক, মাদরাসা দারুর রাশাদ) এটির সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেছেন। বেশি বড় হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় সিলসিলার সকল মাশায়েখের নাম এ পুস্তিকায় দেয়া সম্ভব হল না। মোটামুটি আসল বিষয়গুলো সংরক্ষিত হয়েছে। আশা করি ইসলাহ ও সুলুকের পথে মেহনতকারী ভাইয়েরা এ পুস্তিকা থেকে ফায়দা লাভ করবেন এবং আমাদের পীর ও মুর্শিদের সিলসিলা ও মামুলাত সম্পর্কে একটি ভালো ধারণা লাভ করতে পারবেন।

পুস্তিকাটির কলেবর ক্ষুদ্র হলেও বিষয় বস্তু অতি দামী ও মূল্যবান। হযরত শায়খুল মাশায়েখ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. হিদায়াত ও নসিহত এই পুস্তিকার মান ও সৌন্দর্য বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে যা বলার অপেক্ষা রাখে না। দুআ করি আল্লাহপাক এ পুস্তিকাটিকে কবুল করে আমাদের সকলকে এর দেয়া ফায়েদা হাসিল করার তাওফিক দান করুন।

দুআ প্রার্থী
খানকাহ আলী মিঁয়ার পক্ষ থেকে
মুহাম্মাদ সালমান
তারিখ : ১০. ০২. ২০১৭

মুখবন্ধ

শায়খুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন, মুফাক্কিরে ইসলাম, আরেফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর মুরিদীন ও ভক্ত-অনুরক্তদের পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন ধরে পীড়াপীড়ি ছিল যে, হযরত নদভী রহ. যেসব সিলসিলায় বায়আতের অনুমতি লাভ করেছিলেন, সেসব সিলসিলা এবং তার শাজারাগুলো পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা হোক। মাশায়েখে এজামরাও এর প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন, যাতে তাঁদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারীরা স্ব স্ব দুআয় তাঁদের স্মরণ করতে পারে এবং তাঁদের জন্য ঈসালে সওয়াব করতে পারে। আল্লাহ তাআলার নেক ও মকবুল বান্দাদের জন্য দুআ ও ঈসালে সওয়াব করা স্বয়ং দুআকারীর জন্য কল্যাণ ও বরকতের কারণ হয়। এ জন্য সকল আল্লাহওয়ালাই তাঁদের বুযুর্গদের বিশেষ করে তাঁদের সিলসিলার মাশায়েখের জন্য দুআ ও ঈসালে সওয়াব করার গুরুত্ব প্রদান করে থাকেন। হযরত নদভী রহ. এর সেসব ভক্ত-অনুরক্তের পীড়াপীড়িতেই এই পুস্তিকা সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং এর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল মাওলানা সাইয়েদ মাহমূদ হাসান হাসানী নদভীর ওপর। তাঁকে আল্লাহ তাআলা ইতিহাসের বিশেষ রুচি ও আগ্রহ দান করেছেন।

মাওলানা সাইয়েদ মাহমূদ হাসান হাসানী নদভী অত্যন্ত পরিশ্রম, মনোযোগ ও চিন্তা-ভাবনার সাথে এই পুস্তিকাটি সংকলন করেছেন। এতে তিনি সেসব মাশায়েখের কথাও উল্লেখ করেছেন, যাঁরা হযরত নদভী রহ.কে পূর্ণাঙ্গ অনুমতি প্রদান করেছেন অথবা তাঁর উপর পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর শানে অত্যন্ত উচু উচু বাক্য ব্যবহার করেছেন (যা দুই খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর চিঠি-পত্রের মধ্যে দেখা যেতে পারে।) এবং তাদের শাজারাগুলো অত্যন্ত সুন্দর ও বিন্যস্ত আকারে একত্রিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে সর্বোত্তম

বিনিময় দান করুন। পুস্তিকাটি পরিসরে ছোট হলেও অত্যন্ত মূল্যবান ও দামী। কারণ হযরত নদভী রহ. তাঁর ভক্ত-অনুরক্ত ও সিলসিলায় প্রবেশকারীদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী উপদেশ এতে লিপিবদ্ধ করেছেন। যা বুকে জড়িয়ে রাখার মতো এবং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য উন্নতির সিঁড়ি ও সফলতার ওসীলা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এসবের ওপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

পরিশেষে আমি মুহতারাম কারী হাবীব আহমদ সাহেবের শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি হযরত নদভী রহ.–এর সাথে দেওয়ানার মত সম্পর্ক রাখতেন। মূলতঃ তাঁরই দীর্ঘ পীড়াপীড়িতে এ কাজটি সুসম্পন্ন হয়েছে এবং তাঁরই দরখাস্তে হযরত নদভী রহ. তাঁর ভক্ত-অনুরক্তদের জন্য এই জরুরী কথাগুলো লিখে দিয়েছেন। এমনকি তাঁরই সহযোগিতায় এটি প্রকাশিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা পুস্তিকাটিকে উম্মতের জন্য উপকারী হিসেবে কবুল করুন এবং কারী সাহেবকে এর সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন।

দুআপ্রার্থী
আব্দুল্লাহ হাসানী নদভী
দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামা, লাখনৌ। ২৮/১২/১৪১৪ হিজরী

ভূমিকা

শায়খুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন, মুফাক্কিরে ইসলাম, আরেফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. শুরু থেকেই রুখসতের পরিবর্তে আযীমতের ওপর আমল করেছেন। শরীয়তের বাস্তবায়ন এবং ইসলামের প্রচার-প্রসারের চেতনা তাঁর মধ্যে শুরু থেকেই বিদ্যমান ছিল।

তিনি যুবদাতুল আরেফীন হযরত খলীফা গোলাম মুহাম্মদ দীনপুরী রহ.-এর খেদমতে দীনপুর হাযির হয়ে তাঁর কাছে বায়আত হন। হযরত দীনপুরী রহ. তাঁকে তাঁর বিশেষ শাগরেদ ও খলীফা হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী রহ.-এর নিকট তরবিয়ত, তাযকিয়া ও সুলূকের স্তরসমূহ অতিক্রম করার জন্য প্রেরণ করেন। কিছু দিনের মধ্যেই হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী রহ. এক অদৃশ্য ইঙ্গিতে তাঁকে খেলাফত ও ইজাযত প্রদান করেন।

ইতোমধ্যে কুতবুল আকতাব শায়খুল মাশায়েখ হযরত মাওলানা আবদুল কাদের রায়পুরী রহ. তাঁকে বায়আতের পূর্বেই খেলাফত ও ইজাযত দ্বারা সৌভাগ্যান্বিত করেন। সুতরাং হযরত নদভী রহ. চার তরীকা তথা কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া এবং সোহরাওয়ার্দিয়ার মাশায়েখের মধ্যে বায়আত ও ইজাযতের পথ ধরেই অন্তর্ভুক্ত।

হযরত মাওলানা আবদুল কাদের রায়পুরী রহ. থেকে উক্ত চার তরীকায় এবং বিশেষভাবে হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহ. -এর সিলসিলায় বায়আত ও ইজাযত অর্জন করেন। হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী রহ.-এর কাছ থেকে তিনি সিলসিলায় কাদেরিয়া রাশেদিয়ায় বায়আত ও ইজাযত লাভ করেন।

হযরত মাওলানা আবদুল কাদের রায়পুরী রহ. এবং হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী রহ. উভয় বুযুর্গ তাঁর শানে উঁচু উঁচু শব্দ ব্যবহার করেছেন। যার দ্বারাই তাঁর সুউচ্চ মাকাম ও মর্যাদা অনুধাবন করা যায়।

এই দুই বুযুর্গের পাশাপাশি সিরিয়ার সিলসিলায়ে গাযালিয়ার অনেক বড় শায়খ আরেফ বিল্লাহ হযরত হারুন আল-আসল আল-হিজার রহ., তাবলীগী জামাআতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা ইলিয়াস কান্ধলভী রহ., হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. ও তাঁর বিশিষ্ট খলীফাবৃন্দ, শায়খুল আরব ওয়াল আযম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ., শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহ., হযরত মাওলানা শাহ ইয়াকুব মুজাদ্দেদী রহ. এবং অন্যান্য মাশায়েখে এজাম তাঁর ওপর পূর্ণাঙ্গ আস্থা প্রকাশ করেছেন এবং তাঁকে বড় বড় উপাধি দ্বারা সম্বোধন করেছেন।

এখন আমরা উল্লিখিত চার তরীকার মাশায়েখে কেরামের পবিত্র নামসমূহ আপন আপন তরীকা অনুযায়ী স্ব স্ব যুগের প্রতি লক্ষ্য রেখে আলোচনা করব। আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন এ মেহনতটুকুকে কবুল করে লোকদের ইসলাহ ও উপকারের মাধ্যম হিসাবে পরিণত করেন এবং এসব বুযুর্গের বরকতে আমাদেরকে সিক্ত করেন। আমীন।

চার তরীকার বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষা

চার সিলসিলার আলোচনার পর এখন আমরা এসব সিলসিলার কিছু বৈশিষ্ট্য, শিক্ষা পরিচয় নিয়ে আলোচনা করব। এটি আমরা বিখ্যাত বুযুর্গ, বিশিষ্ট আলেমেদীন ব্যক্তিত্ব ঐতিহাসিক হযরত মাওলানা হাকীম সাইয়েদ আবদুল হাই হাসানী রহ. এর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আস সাকাফাতুল ইসলামিয়া ফিল হিন্দ' এর সৌজন্যে এখানে উপস্থাপন করছি।

'রুহানী শক্তির খোরাক যোগানো এবং সেটিকে শক্তিশালী করার জন্য বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ করার ধারা চলে আসছে। যার ফলে বিভিন্ন সিলসিলা ও তরীকা সৃষ্টি হয়েছে। কিছু তরীকা বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

তরীকায়ে কাদেরিয়া

তাঁর মধ্যে অন্যতম তরীকায়ে কাদেরিয়া। এই তরীকা শায়খ আবদুল কাদের জিলানী রহ.-এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত। এই তরীকার বিশেষ বৈশিষ্ট্য নফলের গুরুত্ব দেয়া এবং যিকিরের পাবন্দী করা। যাতে আল্লাহর স্মরণ সবসময় জাগরুক থাকে এবং বান্দা সবসময় নিজেকে আল্লাহর দরবারে অনুভব করে। এই তরীকার অনেক শাখা প্রশাখা রয়েছে এবং সেগুলোর মামুলাত ও ওজীফা অনেক বিচিত্র।

তরীকায়ে চিশতিয়া

এই তরীকার প্রবর্তক হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী রহ. (মৃত্যু ৬২৭ হিজরী)। এর মাশায়েখে এজাম সবাই চিশত নামক স্থানের বাসিন্দা ছিলেন। এ জন্য এই তরীকা চিশতী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই তরীকার মূল বুনিয়াদ নফসের সংরক্ষণের পাশাপাশি যিকির বিল জেহর, শায়খের সাথে ভালোবাসা ও আযমতের সম্পর্ক রাখা, শায়খের দরবারে চিল্লা দেয়া, অধিক রোযা রাখা, তাহাজ্জুদের পাবন্দী করা, গুরুত্ব সহকারে ওযু করা, কম খাওয়া, কম ঘুমানো, কম কথা বলা এবং গাফলত ও অলসতা পরিহার করা। এছাড়াও আরো অনেক মামুলাত ও ওজীফা রয়েছে।

ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম এই তরীকাই প্রসার লাভ করেছে এবং অতি অল্প সময়ে গোটা ভারতবর্ষে এই তরীকা ছড়িয়ে পড়ে। এই সিলসিলার মূল দুটি শাখা রয়েছে। নিযামিয়া ও সাবেরিয়া। এ দুটি থেকে আরো অনেক শাখা প্রশাখা বের হয়েছে।

তরীকায়ে নকশবন্দিয়া

আরেকটি তরীকা রয়েছে 'তরীকায়ে নকশবন্দিয়া'। এর প্রবর্তক হযরত খাজা বাহাউদ্দীন মুহাম্মদ নকশবন্দ রহ.। তিনি বুখারার অধিবাসী ছিলেন। সেখানেই তাঁর মাজার রয়েছে। এই তরীকার মূল কথা আকীদা দুরুস্ত করা, অধিক পরিমাণে ইবাদত করা এবং আল্লাহকে সবসময় স্মরণ করা। এই তরীকার বক্তব্য হলো, আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার তিনটি রাস্তা। এক. যিকির, দুই. মুরাকাবা, তিন. শায়খের সাথে যোগাযোগ ও পূর্বসূরী বুযুর্গদের থেকে চলে আসা নফী ইছবাতের যিকির করা একাগ্রতার সাথে। যিকিরের দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো শুধু ইছবাতের যিকির করা। কিন্তু পূর্বসূরীদের থেকে এমনটি প্রচলিত নেই। মনে হয় এটি শুধু শায়খ আব্দুল বাকী অর্থাৎ মুজাদ্দেদে আলফে সানী রহ. এর শায়খ খাজা বাকী বিল্লাহ রহ. কিংবা তাঁর সমসাময়িক কোনো বুযুর্গ এটি আবিষ্কার করেছিলেন।

মুরাকাবার অর্থ হলো, সকল ধ্যান-ধারণা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সম্পূর্ণ একাগ্রতা ও মনোযোগের সাথে সেই মহান সত্তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা, যিনি 'আল্লাহ' শব্দে পরিচিত। শব্দ থেকে পৃথক হয়ে শুধু সত্তার কল্পনা খুব কমই পাওয়া যায়। মুরাকাবার কাজ হলো, শব্দ থেকে পৃথক হয়ে এবং সকল প্রকার ওয়াসওয়াসা ও ধ্যান-ধারণা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শুধু তাঁর মহান সত্তার দিকে প্রত্যাবর্তন করা।

এই তরীকারও অনেক শাখা প্রশাখা রয়েছে। কিন্তু দু'টি বড় শাখাই তার মূল। 'বাকিয়া' এবং 'আলাইইয়া'। 'বাকিয়া' হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানীর মাধ্যমে বেশি প্রসার ও প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তার গুরুত্বপূর্ণ শাখা প্রশাখার মধ্যে 'সিলসিলায়ে ওয়ালী উল্লাহী', যা হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত।

তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়া

আরেকটি তরীকা আছে 'তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়া'। এটি হযরত আমীরুল মুমিনীন হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরলভী রহ. দিকে সম্বন্ধযুক্ত। তরীকায়ে

মুহাম্মদিয়াকে আল্লাহ তাআলা বিরাট জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন। এই তরীকা থেকে হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. বিরাট উপকার লাভ করেছেন। এই তরীকা উপরোল্লিখিত সকল তরীকার মধ্যে সবচেয়ে সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ। এই তরীকার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. তাঁর বিখ্যাত 'সীরাতে সাইয়েদ আহমদ শহীদ' গ্রন্থে লেখেন, 'দীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা 'ঈমান ও ইহসান', যা গোটা দীনী ব্যবস্থার প্রাণশক্তি। স্বীয় যুগে হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহ. ছিলেন দীনের এই গুরুত্বপূর্ণ শাখার মুজাদ্দিদ। ঈমান ও ইহসানের অর্থ হলো, জীবনের সকল কাজ ও ব্যস্ততা আঞ্জাম দেয়া নির্ভেজাল নিয়তে শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন এবং সওয়াব ও প্রতিদানের উদ্দেশ্যে। হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহ. এই 'ঈমান ও ইহসান' কে পূর্ণাঙ্গ সুলূকের লেবাস পরিয়ে দিয়েছেন। অন্য চার তরীকার সাথে এই তরীকায়ও তিনি বায়আত করতেন। তিনি এটিকে 'তরীকায়ে মুহাম্মদিয়া' নাম দিয়েছেন।

তিনি স্বয়ং এই তরীকা সম্পর্কে বলেছেন, আমাদের 'তরীকায়ে মুহাম্মদিয়া'র মূল কথা হলো, খেতে হবে এই নিয়তে, কাপড় পরতে হবে এই নিয়তে, বিবাহ শাদী করতে হবে এই নিয়তে, ঘুমাতে হবে এই নিয়তে, কৃজি কাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকরী-বাকরী করতে হবে এই নিয়তে ইত্যাদি অর্থাৎ আল্লাহর জন্য। এক কথায় সকল কাজে নিয়ত ঠিক করা। এই তরীকা রাসূলুল্লাহ সা. এর নামের দিকে সম্বন্ধযুক্ত।' (দেখুন, সীরাতে সাইয়েদ আহমদ শহীদ, ২/৫১১-৫১২)

এই তরীকার বৈশিষ্ট্য হলো, জীবনের সকল কাজকর্ম, আচার-অভ্যাস ও ইবাদত-বন্দেগী একমাত্র আল্লাহর জন্যই হবে এবং সকল কাজের মধ্য দিয়ে উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. বলেন, সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহ. তাওহীদ, রেসালাত ও ইত্তেবায়ে সুন্নাতের ওপর বায়আত করতেন। তিনি ইত্তেবায়ে সুন্নাতের জন্য সীমাহীন গুরুত্ব প্রদান করতেন এবং বিদআতের কঠোর বিরোধী ও নির্মূলকারী ছিলেন। (দেখুন, সীরাতে সাইয়েদ আহমদ শহীদ, ২/৫৩৮)

তরীকায়ে সোহরাওয়ার্দিয়া

আরেকটি তরীকা আছে 'তরীকায়ে সোহরাওয়ার্দিয়া'। এর প্রবর্তক ছিলেন শায়খ শিহাবউদ্দীন ওমর সোহরাওয়ার্দী, তিনি আওয়ারেফুল মাআরিফের লেখক ছিলেন। এই তরীকার মূল কথা হলো, দিন-রাতের সময়গুলো রুটিনমত কেবল

সেসব কাজেই লাগানো, যা ভালো। যেমন– নামায, তাহাজ্জুদ, দুআয়ে মা-সুরার পাবন্দী, ওজীফা ও মামূলাতের পাবন্দী এবং নফী-ইছবাতের যিকির এমনভাবে করা, যাতে আত্মার ওপর প্রভাব পড়ে। এছাড়া আরো অনেক ওজীফা ও মামূলাত আছে। ভারতবর্ষে এই তরীকা শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া মুলতানী রহ. এর মাধ্যমে প্রসার ও প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। তিনি এই তরীকাকে স্বয়ং তার প্রবর্তকের নামের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। (দেখুন, আস সাকাফাতুল ইসলামিয়া ফিল হিন্দ)

সিলসিলায় প্রবেশকারীদের জন্য কিছু জরুরী বিষয়

উপরোক্ত চার সিলসিলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতির পর এখন আমরা এই সিলসিলায় প্রবেশকারী এবং অন্য কোনো ধারার অনুসারী বুযুর্গের হাতে বায়আত গ্রহণকারীদের জন্য কিছু জরুরী ও উপকারী বিষয় পেশ করছি, যা দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার সাবেক রেক্টর নুযহাতুল খাওয়াতেরের লেখক প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হযরত মাওলানা হাকীম সাইয়েদ আবদুল হাই হাসানী রহ. এই চার সিলসিলার পরিচয় পেশ করার পূর্বে তাসাওফ ও সুলূকের গুরুত্বের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন, 'রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর স্বীকৃতি দিয়ে ইন্তেকাল করবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।' সুতরাং মুরীদের জন্য জরুরী হলো, আনুগত্য ও ইখলাস এবং এর মৌলিক ও প্রথম শর্ত হলো ঈমান। এরপর এর ফলশ্রুতিতে কিছু অবস্থা, গুণ ও ফলাফল প্রকাশিত হয়। এমনকি এক পর্যায়ে মুরীদ ধাপে ধাপে তাওহীদ ও মারেফাতের সুউচ্চ স্তরে পৌঁছে যায়। যদি কোনো স্তরে ও হালাতে গিয়ে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জিত না হয়, তাহলে মনে করতে হবে পূর্বের মাকামে কোথাও কোনো ত্রুটি রয়ে গেছে। ঠিক অবস্থা ওয়ারেদাতে কলবী ও কাইফিয়াতে নফসীর ক্ষেত্রেও মনে করতে হবে। এ জন্য জরুরী হলো, মুরীদ তার সকল কথা ও কাজের ধারাবাহিক হিসাব নিবে এবং বিশ্লেষণ করতে থাকবে। কারণ আমলের ফলাফল প্রকাশিত হওয়া আবশ্যকীয়। যদি ফলাফল ঠিকমত প্রকাশ না পায় তাহলে তার কারণ আমলে কোথাও কোনো ত্রুটি রয়ে গেছে। এ জন্য তখন মুরীদের জন্য আবশ্যকীয় হলো অত্যন্ত অনুভূতির সাথে আমলের মুহাসাবা করা। কারণ এই সিফাত খুব কম লোকদেরই অর্জিত হয়। সাধারণতঃ লোকেরা এ ক্ষেত্রে বিরাট গাফলতির শিকার হয়।

সিলসিলায়ে প্রবেশকারীদের জন্য জরুরী হিদায়াত ও পরামর্শ

বায়আত করা এবং সিলসিলায় প্রবেশ করা কোনো রসমী ও মুখরোচক বিষয় নয় যে, যার জন্য কোনো কিছু মানা ও করার প্রয়োজন নেই, যার উদ্দেশ্য শুধু বরকত ও প্রসিদ্ধি লাভ হবে। বরং বায়আত একটি অঙ্গীকার ও চুক্তি এবং একটি নতুন দীনী ও ঈমানী জীবনের সূচনা। যেখানে জীবনের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন, কিছু বিধি-নিষেধ এবং কিছু যিম্মাদারী রয়েছে। তন্মধ্যে–

০১. সিলসিলায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্য কালেমার নবায়ন করা, ইসলামী অঙ্গিকার ও চুক্তি মেনে চলা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা.–এর বিধি-নিষেধ অনুযায়ী দীনী ও ঈমানী জীবনের সফর শুরু করা ও সে অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার দৃঢ় ইচ্ছা, সংকল্প, অঙ্গীকার ও চুক্তি করা।

০২. আকীদা-বিশ্বাস সঠিক ও সুদৃঢ় করা এবং এ মর্মে স্বীকৃতি দেয়া ও তার ওপর ঈমান আনা যে, আল্লাহ ছাড়া কারো জীবন দেয়া, মৃত্যু দেয়া, স্বাস্থ্য ও সুস্থতা দেয়া, সন্তান দেয়া, রিযিক দেয়া এবং তাকদীর ভালোমন্দ করার ক্ষমতা নেই। তিনি ছাড়া কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নেই। না তিনি ছাড়া অন্য কারো সামনে সিজদা ও মাথা নত করা যাবে, না বন্দেগীর কোনো রূপ ধারণ করা যাবে, আর না কোনো প্রয়োজনের প্রার্থনা ও সমস্যা সংকট থেকে উত্তরণের সওয়াল করা যাবে।

০৩. সাইয়েদুল মুরসালীন, খাতামুন্নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মাদ সা.কে আল্লাহর সর্বশেষ নবী ও রাসূল, হিদায়াতের দিশারী, শাফাআতের মাধ্যম, সবচেয়ে বেশি ভালোবাসার পাত্র এবং ইত্তেবা' ও অনুসরণের উপযুক্ত মনে করা। সকল বিষয়ে তাঁর সুন্নাতের ওপর আমল করা। দীনী ও জাগতিক জীবনে তাঁর হিদায়াত ও পথনির্দেশ, তাঁর কর্মপদ্ধতি ও জীবন-বিধানের ওপর আমল করা এবং গুরুত্ব ও মনোযোগের সাথে

তাঁর পবিত্র হাদীস, সীরাত ও জীবনচরিত অধ্যয়ন করার ধারা চালু রাখা।

০৪. জীবনকে ইসলামী ধাঁচে গড়ে তোলা এবং জীবনের সঠিক উদ্দেশ্য জানার জন্য অধমের কিতাব 'দস্তুরে হায়াত (ইসলামী জীবন বিধান) এবং মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. এর মাওয়ায়েজ ও মালফূজাত বেশি বেশি অধ্যয়ন করা।

০৫. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী জিনিস নামাযকে সময়মত গুরুত্ব ও মনোযোগের সাথে রাসূলের তরীকা অনুযায়ী আদায় করা। এক্ষেত্রে অবহেলা ও ত্রুটির ক্ষতিপূরণ অন্য কিছু দ্বারা সম্ভব নয়। নামাযগুলো যথাসম্ভব মসজিদে গিয়ে জামাআতের সাথে আদায় করা। মহিলারা তাদের নামাযগুলো আপন ঘরের অভ্যন্তরে সময়মত আদায় করে নেবে। মহিলারা সাংসারিক কাজের ব্যস্ততার দরুণ বেশির ভাগ সময় নামায ছেড়ে দেয়। কিংবা সময়মত আদায় করে না। এ অভ্যাস পরিহার করা কর্তব্য।

০৬. দীনী ও পার্থিব সকল কাজে সওয়াব ও আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়তের চর্চা করা। আখলাক-চরিত্র, মুয়ামালাত-লেনদেন এবং জীবনের অন্যান্য মামূলাতের ক্ষেত্রেও এর প্রতি যত্নবান হওয়া এবং সেগুলোকে যথাসম্ভব শরীয়ত ও সুন্নাত অনুযায়ী করার চেষ্টা করা, যাতে এর ওপর ইবাদতের সওয়াব অর্জিত হয়। চারিত্রিক ও মেযাজগত ত্রুটি-বিচ্যুতি যেমন– হিংসা-বিদ্বেষ, সীমাতিরিক্ত ক্রোধ, অশ্লীল ও বেশি কথাবার্তা বলার অভ্যাস এবং ধন-সম্পদ ও দুনিয়ার সীমাতিরিক্ত মোহ ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকার যথাসম্ভব চেষ্টা করা।

০৭. যতটুকু সম্ভব প্রত্যহ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কুরআন তিলাওয়াতের মামুল জারী রাখা।

০৮. ফজরের নামাযের পূর্বে অথবা পরে অথবা মাগরিব ও ইশার পরে (যখন সহজ ও পাবন্দী হবে) একশ'বার দরুদ শরীফ, একশবার কালেমায়ে সুওম এবং একশ'বার ইস্তেগফার পাঠ করবে। আর আল্লাহ তাআলা যদি তাওফীক দেন তাহলে শেষ রাতে কয়েক রাকাত তাহাজ্জুদের নামায আদায় করে নেবে এবং নিজ সিললিসলার মাশায়েখ ও তাঁদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারীদের জন্য দুআ করবে।

কতিপয় জরুরী যিকির

এখন কতিপয় জরুরী যিকিরের আলোচনা করা হচ্ছে যা প্রতিটি মুসলমানের জন্য অবশ্য প্রয়োজন। এসব যিকিরের বিরাট বড় ফযীলত বর্ণিত হয়েছে এবং তা পাবন্দীর প্রতি গুরুত্বও এসেছে। অসংখ্য হাদীস এর সপক্ষে প্রমাণিত আছে এবং কুরআনের কিছু কিছু আয়াত দ্বারাও এটা প্রমাণিত হয়। আর এ কারণেই মাশায়েখে এজাম তাঁদের মুরিদীন ও ভক্ত-অনুরক্তদের এগুলোর তালকীন করতেন। আমাদের শায়খ ও মুরশিদ শাইখুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.ও বিশেষভাবে এগুলোর তালকীন করতেন।

০১. একশ'বার দরুদ শরীফ পাঠ করা। দরুদ শরীফ বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে দরুদে ইবরাহীমী সবচেয়ে বেশি ফযীলতপূর্ণ। নামাযেও এটি সুন্নত। আর সেটি হলো–

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

০২. তৃতীয় কালেমা একশ'বার। এই কালিমার মধ্যে আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা, প্রশংসা ও বড়ত্বের বর্ণনা রয়েছে। কালিমাটি হলো–

سُبْحَانَ الله وَالْحَمْد لله وَلَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر

০৩. ইস্তেগফার একশ'বার। উত্তম হলো মাসনুন ইস্তেগফারের মধ্যে হতে কোনো একটি পড়া। তা না হলে যেটি ভালো লাগে সেটি পড়ে আল্লাহর কাছে আহাজারী করা। নিম্নে কয়েকটি ইস্তেগফার বর্ণনা করা হলো–

استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه.

يا واسع الفضل اغفـــــرلى

رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين.

এছাড়া প্রত্যেহ এক পারা কুরআন তিলাওয়াত করা। এক পারা সম্ভব না হলে আধা পারা অবশ্যই তিলাওয়াত করা।

একশ'বার সূরা ইখলাসের তাসবীহ পাঠ করতে পারলে অনেক উপকার। অধিকাংশ মাশায়েখ এর তালকীন করেছেন। আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য সূরা ইখলাসের তাসবিহ বিরাট উপকারী ও পরীক্ষিত। হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী রহ. তাঁর মাকতূবাতেও একথা লিখেছেন। আল্লাহ তাআলার নিকট এই আমল বিরাট পছন্দনীয় এবং হাদীস ও তাফসীরের গ্রন্থসমূহে এর অসংখ্য ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। সূরাটি এই–

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤)

আল্লাহ তাআলা আমাদের, আপনাদের এবং সকলকে কবুল করুন এবং উপরোক্ত কথাগুলোর ওপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

---

১. প্রতিদিন বাদ ফজর বা বাদ এশা অথবা নির্ধারিত সময়ে একাগ্রতার সাথে দৈনিক আধা ঘন্টা কালিমার জিকির করা।

২. প্রতিদিন মুনাজাতে মকবুল এক মনযিল পড়া।

প্রকাশক

শায়খুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন, মুফাক্কিরে ইসলাম, আরেফ বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. এর খুলাফায়ে কেরামের নামের তালিকা–

০১. হযরত মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ রাবে হাসানী নদভী, নদওয়াতুল ওলামা, ভারত

০২. হযরত মাওলানা সাইয়েদ আব্দুল্লাহ হাসানী নদভী, নদওয়াতুল ওলামা, ভারত

০৩. হযরত মাওলানা জুবাইরুল হাসান কান্ধলভী, নিযামুদ্দীন মারকায, ভারত

০৪. হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ সা'দ আহমদ কান্ধলভী, নিযামুদ্দীন মারকায, ভারত

০৫. হযরত মাওলানা আহমদ লাট সাহেব নদভী, নিযামুদ্দীন মারকায, ভারত

০৬. হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইউনুস পালনপুরী, নিযামুদ্দীন মারকায, ভারত

০৭. হযরত শায়খ মুহাম্মাদ ওলী নূর ওলী, জেদ্দা, সৌদি আরব

০৮. ড. ইবাদুর রহমান নিশাত, মক্কা মুকাররমা, সৌদি আরব

০৯. শায়খ আবদুল ওয়াহহাব হালাবী নদভী, দক্ষিণ কোরিয়া

১০. শায়খ আবদুল করীম মিসরী (আবু সুলাইমান) নদভী, মানসূরা, মিসর

১১. হযরত মাওলানা আলী আদম নদভী, দক্ষিণ আফ্রিকা

১২. হযরত মাওলানা সাঈদ বন্নু নদভী, দক্ষিণ আফ্রিকা

১৩. হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ সাঈদ, রাওয়ালপিণ্ডি, পাকিস্তান

১৪. হযরত মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মাদ ওমর আলী রহ., বাংলাদেশ
১৫. হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ সালমান, ঢাকা, বাংলাদেশ
১৬. হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ যুলফিকার আলী নদভী, বাংলাদেশ
১৭. হযরত মাওলানা ওয়ালী আদম, লেস্টার, লন্ডন, ইউকে
১৮. হযরত মাওলানা মুহিউদ্দীন তালেব, বেগুসারাই, বিহার, ভারত
১৯. ড. মাহদী হাসান, লাখমিনা, বিহার, ভারত
২০. হযরত মাওলানা আবদুল করীম পারেখ, মহারাষ্ট্র, ভারত
২১. হযরত মাওলানা কলীম সিদ্দিকী, ফুলাত, মুযাফফরনগর, ভারত
২২. হযরত মাওলানা মোস্তফা রেফায়ী, বেঙ্গলোর, ভারত
২৩. কারী মুহাম্মাদ কাসেম, মাদরাজ, ভারত
২৪. হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ যরীফ আহমদ, হরিয়ানা, ভারত
২৫. হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ মুগিছী, ভারত
২৬. ডা. সাইয়েদ কামারুদ্দীন, মীরাঠ, ভারত
২৭. হযরত মাওলানা ইলিয়াস, আওরঙ্গবাদ, হরিয়ানা, ভারত
২৮. হযরত মাওলানা সাইয়েদ জহুরুল হাসান, মধ্যপ্রদেশ, ভারত
২৯. কারী হাবীব আহমদ লাখনৌ, ভারত
৩০. হযরত মাওলানা আবদুর রশীদ নোমানী (মৃত), করাচী, পাকিস্তান
৩১. হযরত সূফী মুহাম্মাদ আনীস (মৃত), ভারত
৩২. হযরত মাওলানা আব্দুল মান্নান (মৃত), সূরী, ভারত
৩৩. শাহ মুহাম্মাদ আকেল কাদেরী (মৃত), বিহার, ভারত
৩৪. মুফতী আব্দুল আজীজ (মৃত), রায়পুর, ভারত
৩৫. সাইয়েদ জহুরুল হাসান নকভী বদায়ূনী (মৃত), ভারত
৩৬. হযরত মাওলানা আবুল বারাকাত ফারুকী, ভারত

সিলসিলায়ে কাদেরিয়া (মুজাদ্দেদিয়া)

১. সাইয়েদুত তায়েফা আবুল কাসেম জুনাইদ বাগদাদী রহ. থেকে খেলাফত ও ইজাযত লাভ করেছেন হযরত আবুল কাসেম শিবলী রহ.
২. তাঁর থেকে হযরত আবুল ফজল আব্দুল ওয়াহেদ তামিমী রহ.
৩. তাঁর থেকে হযরত আবুল ফারাহ ইউসুফ তারতাবী রহ.
৪. তাঁর থেকে হযরত আবুল হাসান আলী হিগারী কুরাইশী রহ.
৫. তাঁর থেকে হযরত আবু সাঈদ মোবারক মাখরামী রহ.
৬. তাঁর থেকে হযরত ইমামে তরীকত পীরানে পীর শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী বাগদাদী রহ.
৭. তাঁর থেকে হযরত সাইয়েদ আব্দুর রাজ্জাক জিলানী বাগদাদী রহ.
৮. তাঁর থেকে হযরত সাইয়েদ শরফুদ্দীন কাত্তাল রহ.
৯. তাঁর থেকে হযরত সাইয়েদ আব্দুল ওয়াহাব রহ.
১০. তাঁর থেকে হযরত সাইয়েদ বাহাউদ্দীন রহ.
১১. তাঁর থেকে হযরত সাইয়েদ আকীল রহ.
১২. তাঁর থেকে হযরত সাইয়েদ গুদা রহমান ছানী রহ.
১৩. তাঁর থেকে হযরত শাহ ফুযাইল ঠাঠাবী রহ.
১৪. তাঁর থেকে তার নাতী শাহ সেকেন্দার কেথালী এবং শায়েখ আব্দুল আহাদ সারহিন্দী রহ.
১৫. তাঁদের দুজন থেকেই ইমামে তরীকত মুজাদ্দেদে আলফে সানী শায়খ আহমদ সিরহিন্দী রহ.
১৬. তাঁর থেকে হযরত সাইয়েদ আদম বিন্নুরী রহ.
১৭. তাঁর থেকে হযরত হাফেজ সাইয়েদ আব্দুল্লাহ মুহাদ্দেসে আকবারাবাদী রহ.
১৮. তাঁর থেকে হযরত শায়খ আব্দুর রহীম দেহলভী রহ.
১৯. তাঁর থেকে হযরত হাকীমুল ইসলাম শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী রহ.
২০. তাঁর থেকে হযরত শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দেসে দেহলভী রহ.

২১. তাঁর থেকে হযরত ইমামুল মুজাহিদীন আমীরুল মুমেনীন হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ রায়বেরেলী রহ. ইজাযত ও খেলাফল লাভ করেছেন।

২২. হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহ. এবং শাহ আব্দুল বারী সিদ্দিকী আমা রোহী রহ. থেকে হযরত হাজী সাইয়েদ আব্দুর রহীম বিলায়েতী শহীদে বালাকোট রহ. খেলাফত লাভ করেছেন।

২৩. তাঁদের উভয় থেকে মিয়াজী নূর মুহাম্মদ ঝানঝানভী রহ.

২৪. তাঁর থেকে হযরত শায়খুল আরব ওয়াল আজম হাজী মুহাম্মদ ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী রহ.

২৫. তাঁর থেকে হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ.

২৬. তাঁর থেকে কুতুবে দাওরান হযরত মাওলানা শাহ আব্দুর রহীম রায়পুরী রহ.

২৭. তাঁর থেকে কুতুবুল ইরশাদ আরেফে কাবীর হযরত আবদুল কাদের রায়পুরী রহ.

২৮. তাঁর থেকে শায়খুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. ইজাযত ও খেলাফত লাভ করেছেন।

২৯. তাঁর থেকে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ সালমান সাহেব দা. বা. ইজাযত ও খেলাফত লাভ করেছেন।

সিলসিলায়ে কাদেরিয়া রাশেদিয়া

১. শায়খুল মাশায়েখ গাওসুল আজম পীরানে পীর, ইমামে তরীকত ওয়াশ শরীয়াহ হযরত সাইয়েদ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী বাগদাদী রহ.

২. তাঁর থেকে তাঁর সাহেবজাদা শায়খুল আরেফীন হযরত সাইয়েদ সাইফুদ্দীন আব্দুল ওয়াহাব রহ.

৩. তাঁর থেকে হযরত সাইয়েদ সফিউদ্দীন সফী রহ.

৪. তাঁর থেকে হযরত সাইয়েদ আবুল আব্বাস আহমদ রহ.

৫. তাঁর থেকে হযরত সাইয়েদ মাসউদ হালাবী রহ.

৬. তাঁর থেকে হযরত সাইয়েদ আলী রহ.

৭. তাঁর থেকে হযরত সাইয়েদ শাহ মীর রহ.

৮. তাঁর থেকে হযরত সাইয়েদ শামসুদ্দীন গিলানী হালাবী রহ.

৯. তাঁর থেকে হযরত সাইয়েদ মুহাম্মদ গওস গিলানী হাসানী হালাবী রহ.

১০. তাঁর থেকে হযরত সাইয়েদ আব্দুল কাদের ছানী রহ.

১১. তাঁর থেকে হযরত সাইয়েদ আব্দুর রায্যাক রহ.

১২. তাঁর থেকে হযরত সাইয়েদ হামেদ গঞ্জেবখশ কেঁলা রহ.

১৩. তাঁর থেকে হযরত সাইয়েদ আবদুর রাবে রহ.

১৪. তাঁর থেকে হযরত সাইয়েদ হামেদ গঞ্জেবখশ সানী রহ.

১৫. তাঁর থেকে হযরত সাইয়েদ শামসুদ্দীন ছানী রহ.

১৬. তাঁর থেকে হযরত সাইয়েদ মুহাম্মদ সালেহ রহ.

১৭. তাঁর থেকে হযরত সাইয়েদ আব্দুল কাদের জিলানী খামেস রহ.

১৮. তাঁর থেকে হযরত সাইয়েদ মুহাম্মদ বাকা রহ.

১৯. তাঁর থেকে হযরত সাইয়েদ মুহাম্মদ রাশেদ রহ.

২০. তাঁর থেকে হযরত শাহ হাসান রহ.

২১. তাঁর থেকে হযরত হাফেজ মুহাম্মদ সিদ্দীক ভরচণ্ডী রহ.

২২. তাঁর থেকে হযরত খলীফা গোলাম মুহাম্মদ দীনপুরী রহ. এবং হযরত মাওলানা সাইয়েদ তাজ মাহমুদ আমরোটি রহ.

২৩. তাঁদের দুজন থেকে হযরত শায়খে কাবীর মুফাসসীরে কুরআন হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী রহ.

২৪. তাঁর থেকে শায়খুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. ইজাযত ও খেলাফত লাভ করেছেন।

২৫. তাঁর থেকে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সালমান সাহেব দা. বা. ইজাযত ও খেলাফত লাভ করেছেন।

সোহবতে ছালেহ এবং এছলাহে নফছের উপর হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী রহ- এর কয়েকটি জরুরী কথা

একদিন আসরের পরে সমস্ত হুজুরকে তাঁর বাড়িতে ডাকিয়া নিলেন। আর বলিলেন, আমি সুদীর্ঘ বাইশ বৎসর পর্যন্ত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. এর সোহবতে থাকিয়া যেই মারেফাতের ইলম ও আমল শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলাম, আপনারা সেই ইলম ও আমলকে মারিয়া ফেলিবেন না। কমপক্ষে প্রতি বৃহস্পতিবার বৈকালে নিজেরা বসিয়া কসদুচ্ছাবিল কিতাবখানা পড়িয়া শুনাইবেন।

আমার মনে চায় আমার হৃদপিণ্ড কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া আপনাদের দেই। যেইরূপ তরমুজ কাটিয়া ফালী করিয়া ফেরীওয়ালারা বিক্রি করে, সেইরূপ আমার হৃদয় ফালী করিয়া দিতে মন চায়। আছ কেহ খরিদদার? আমার এখন অন্তিম সময়, আহ্ এই যিকিরের আশেক পাইলাম না।

যাহারা মাদরাসায় পড়িয়া আলিম হইয়াছে, অন্ততঃ দশ বৎসর লাগে দরসে নিযামী ইলম হাসিল করিতে। ইলম হাসিল করিয়া চলিয়া যায়, অথচ কেহ আমল শিক্ষা করিতে উস্তাদের জুতা-খুড়ম আগাইয়া দেওয়ার খেদমত আঞ্জাম দিতে প্রয়োজন বোধ করে না।

জীবনভর রান্না করা শিখিল কেহই খাইয়া গেল না। ইলম হাসিল হইলে সাধারণতঃ অহংকার রোগে আক্রান্ত হয়। উস্তাদের দীক্ষা নিয়া রেয়াজত মোজাহাদা দ্বারা তাওয়াযু (বিনয়) পয়দা হয়। ইসলাহ হওয়া যায়। ইহার গুরুত্ব ছাত্রদের মধ্যে নাই। চেতনাও নাই। আগের যামানায় মাদরাসায় ছাত্র-শিক্ষক কর্মচারী প্রায় সকলেই নেসবত (যোগ্যতম) বুযুর্গ হইতেন। আজকাল ইহার বড় অভাব। আপনারা এই অভাব মোচন করিতে যত্নবান হউন। আল্লাহর বান্দাদের মাহরুম করিবেন না। কমপক্ষে সপ্তাহে একদিন যিকিরের মসলিস করিয়া কছদুস্সাবিল পড়িয়া শুনাইবার সিলসিলা জারী রাখুন। ইহাতে বিরাট ফায়দা হইবে।

কোন একজন বড় আলিমের নাম দিয়া বলিলাম, হুজুর ওমুক আলিম তো খুব যোগ্যলোক বলিয়া আপনি প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাকে আপনার সীনায় যে

মারেফাতের ইলম আছে তাহা দিয়া যান। হুজুর বলিলেন- 'তাহাকে ডাকিয়া আন। তাহার বাসায় গিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া ডাকিয়া আনিলাম। ইহার মধ্যে দেখা গেল কতিপয় রাজনৈতিক নেতা হুজুরের সহিত সাক্ষাত করিতে আসিয়া দীর্ঘ সময় আলোচনায় লিপ্ত রহিয়াছেন। এমন সময় আসরের আযান হইয়া গেল। তাহারা বিদায় হইলেন, উক্ত মাওলানা সাহেবও চলিয়া গেলেন। আমি হুজুরের অজুর পানি দিয়া বলিলাম : হুজুর কোন কথাতো বলিলেন না? হুজুর উত্তর করিলেন, 'আরে মিঞা এই দৌলত তো সাধিয়া দেওয়ার বস্তু নহে, এই দৌলত তো খুঁজিয়া নিতে হয়! মোজাহাদা করিয়া নিতে হয়। এই লোকতো তাজেরানা তবিয়তের, আশেকানা তবিয়ত ছাড়া মারেফাতের দৌলত পাওয়া যায় না।'

'বায়আতনামা বা জীবনের পণ' নামক একটি ছোট পুস্তিকার মধ্যে বায়আত হওয়ার অঙ্গীকার লিপিবদ্ধ আছে এবং দস্তখত করার ঘর আছে, উহাতে দস্তখত করিয়া মুরীদ হইতে হইত। কোন ব্যতিক্রম হইলে মুরীদ করিতেন না। বলিতেন, ইহা বাজারের কোন সস্তা বস্তু নহে যে চাহিলেই পাওয়া যায়। জান-জীবন ক্ষয় করিয়া ইহা অর্জন করিতে হয়। ইহা পাওয়াও কষ্টসাধ্য, রক্ষা করাটাও অতি কষ্টসাধ্য।

হুজুর বলিলেন, তোমরা যাহারা আলেম আছ, তাহারা আল্লাহর মহব্বতের ইলম অর্থাৎ তরীকতের ইলম শিখ না শুধু কতগুলি মাসআলা মুখস্থ করিয়া লোকদিককে শুনাও, তোমাদের কাছে মানুষ কতগুলি মাসআলা শুনিয়া থাকে। আল্লাহর-মহব্বতের রস তোমাদের মধ্যে নাই। এই কারণে লোকেরা বিদআতীদের শিকার হয়। মানুষের মনের মধ্যে আল্লাহর মহব্বত আছে, তাহা না হইলে তাহারা তাহাদের জান-মাল বিদআতীদের কাছে গিয়া কেন খুয়ায়?

মানুষের নফস বা প্রবৃত্তির মধ্যে যে রিপু আছে, তাহা মোজাহাদার দ্বারা দমন করিয়া রাখিবার হুকুম, নফস মারিয়া ফেলার বস্তু নহে, মারিয়া ফেলিলে দুনিয়ার নিযাম অচল হইয়া যাইবে। দেখনা সাপুড়িয়া সাপ ধরিয়া আনিয়া উহা কিছু দিন আটকাইয়া রাখে, দুর্বল করিয়া বিষ-দাঁত ভাঙ্গিয়া দেয়, তারপর তাহার খোরাক দেয় বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে, তারপর তার দ্বারা কাজ নিতে হইবে। কিন্তু অনাসক্ত সংসারী হইতে হইবে। মোজাহাদা ব্যতীত কেহ ওলী আল্লাহ হইতে পারে না।

সমাপ্ত